রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১০, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ এপ্রিল ২০১৮/১৯ চৈত্র ১৪২৪

নং ২৮.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০০২.১৭—"জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮"

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮

পটভূমি :

বাংলাদেশের সংবিধানে দেয়া অধিকার অনুসারে ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত সকল সম্পদের মালিক জনগণ। দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গ্যাসের রিজার্ভ হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্যাস ফিল্ডসমূহে গ্যাস নিঃশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে বিগত সময়ে ভূ-গর্ভে মৌলিক ও অপরিশোধিত গ্যাসের নিজস্ব কোন মূল্য ধরা হয়নি। গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং পরিচালন খরচের ভিত্তিতে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করা হতো, এতে জনগণের সম্পদ নিঃশেষ করার জন্য কোন অর্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আগামীতে বড় ধরনের গ্যাস রিজার্ভ পাওয়া না গেলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জ্বালানি চাহিদা পূরণে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হবে। সীমিত গ্যাস সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হ্রাস করে এর ব্যবহারের নতুন অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ করতে হবে। সেই সাথে গ্যাস বিক্রয়ের অর্থ হতে কিয়দংশ ভবিষ্যত প্রজন্মের জ্বালানি চাহিদা পূরণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮·০০

গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) গ্যাস বিপণন কোম্পানিসমূহের পক্ষে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) বরাবর একটি প্রস্তাব পেশ করে। তৎপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভোক্তাদের পক্ষে আগামী প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য আপৎকালীন তহবিল হিসাবে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির মাধ্যমে বিইআরসি'র ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখের অনুমোদনের মাধ্যমে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি বিষয়ক কার্যাবলি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজনে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা" গঠন করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এ নীতিমালা 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হবে;

(২) অবিলম্বে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়—

(ক) "আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ (IOCs)" অর্থ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ;

(খ) "উন্নয়ন প্রকল্প" অর্থ পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ;

(গ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(ঘ) "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" অর্থ এই নীতিমালার অধীন গঠিত তহবিল;

(ঙ) "জাতীয় কোম্পানি" অর্থ পেট্রোবাংলার মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদন বা সঞ্চালন বা বিতরণ বা রূপান্তরের জন্য কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ;

(চ) "পেট্রোবাংলা" অর্থ (Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No XXI of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা);

(ছ) "গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজি), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (এনজিএল), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি), কৃত্রিম প্রাকৃতিক গ্যাস (এসএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), কোল বেড মিথেল (সিবিএম), ভূ-গর্ভস্থ কয়লা গ্যাসের রূপান্তর, অথবা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় রূপান্তরে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ;

(জ) "গ্যাস ক্ষেত্র" অর্থ কোন নির্ধারিত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসাধারসমূহের সমষ্টি;

(ঝ) "ভোক্তা" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন জাতীয় কোম্পানির সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। **তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য।**—জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। **তহবিল গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত অর্থ সমন্বয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হবে, যথা :

(ক) ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে কমিশন জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত সমুদয় গ্যাসের সম্পদমূল্য ধার্য করে এবং গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" এ জমা হবে।

(খ) তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ তহবিলের অংশে পরিগণিত হবে।

(গ) এ তহবিল ব্যবহারে সারচার্জ ও অর্জিত লভ্যাংশ এ তহবিলে জমা হবে। উক্ত সারচার্জ তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

(২) এ তহবিল ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর।

(৩) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্প লাভজনক/বাণিজ্যিকভাবে সফল বিবেচিত হলে সমুদয় অর্থ ৫(পাঁচ) বছর Grace Period সহ (এই সময় সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে না) প্রকল্প শুরুর ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে ষান্মাষিক ভিত্তিতে মোট ২০ কিস্তিতে (৬ষ্ঠ হতে ১৫ তম বছরের মধ্যে) ২% বার্ষিক সরল সুদে সার্ভিস চার্জসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

তবে, কেবলমাত্র গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস না পাওয়া গেলে অথবা প্রাপ্ত গ্যাস অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় লাভজনক না হলে অথবা পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ অথবা সমীক্ষা পরিচালনা সংশ্লিষ্ট অর্থ তহবিলে ফেরত প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে উল্লেখিত অর্থ অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

আরও শর্ত থাকে যে, ঋণ পরিশোধ শুরু করার পর Force Majeure বা অন্য কোন কারণে কোন প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে বা অলাভজনক বিবেচিত হলে ঋণের পরবর্তী কিস্তিসমূহ পরিশোধের বিষয়ে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৪) কমিশন প্রয়োজনের নিরিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে" জমার হার বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা।**—(১) পেট্রোবাংলা "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলবে এবং বিতরণ কোম্পানি আদায়কৃত জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত উক্ত ব্যাংক হিসাব খাতে স্থানান্তর করবে।

(২) পেট্রোবাংলা পর্যায়ে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের বিপরীতে অর্জিত ব্যাংক সুদও উক্ত তহবিলে জমা হবে।

(৩) এ তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা প্রতি অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করিবে।

(৪) এ তহবিল হতে গৃহীত অর্থে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের ক্রয় কার্যে কোম্পানি/সরকারি নীতিমালা এবং আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৫) পেট্রোবাংলা ষান্মাসিক ভিত্তিতে তহবিলের হিসাব বিবরণী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং এর অনুলিপি কমিশনকে প্রদান করবে।

৬। **তহবিলের মেয়াদ।**—জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের মেয়াদ হবে এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে ২০(বিশ) বছর; তবে, মেয়াদান্তে তহবিল ও তার পরিচালনার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭। **তহবিল বিনিয়োগের পরিধি।**—(১) এলএনজি আমদানি/ক্রয়ের ব্যয় নির্বাহ, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ, পরিচালন, সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কার্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন ও সঞ্চালন প্রকল্প বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় অর্থ জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল হতে বরাদ্দ করা যেতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লাভজনক কথাটি প্রযোজ্য হবে না।

(২) তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

(৩) এলএনজি আমদানি/ক্রয় কার্যক্রম—

(ক) দেশে গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানি/ক্রয়ের ব্যয় নির্বাহ;

(খ) এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ;

(গ) এলএনজি টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রাস সঞ্চালন গ্রীডে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস সঞ্চালন পাইপ ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় কম্প্রেসর স্টেশন নির্মাণ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম; এবং

(ঙ) এলএনজি আমদানি/ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরামর্শক নিয়োগ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ।

(৪) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি—

(ক) দেশীয় কোম্পানি'র আওতাধীন উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলির আওতায় উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কূপ খনন;

(খ) বিদ্যমান কূপের সম্ভাব্য ওয়ার্কওভার, রি-কমপ্লিশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং Wellhead Compressor সংগ্রহ ও স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন;

(গ) গ্যাস কূপের নিয়মিত প্রেসার সার্ভে ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) গ্যাস কূপ/উৎস/হতে প্রাপ্ত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ গ্যাস লাইনে সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(৫) অন্যান্য—

(ক) গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের মজুত পুনঃ মূল্যায়ন;

(খ) নতুন কোন গ্যাস ক্ষেত্র হতে গ্যাস উৎপাদন করলে এবং/অথবা বর্তমানে উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্র নতুন উন্নয়ন কূপ হতে প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইলাইন নির্মাণ;

(গ) প্রক্রিয়াকৃত গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ নেটওয়ার্ক পর্যন্ত পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় Gathering line, sales line, spur line, delivery line, inter connection line ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ;

(ঘ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থে গৃহীত প্রকল্পে আওতাভূক্ত কূপ/এলএনজি টার্মিনাল হতে উৎপাদিত/প্রাপ্ত গ্যাস নিকটবর্তী বিদ্যমান জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীড/বিতরণ ব্যবস্থায় সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন নির্মাণ;

(ঙ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রয়োজনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগ;

(চ) এলএনজি টার্মিনালের নিরাপত্তা বিধানকল্পে গৃহীত জরুরী কার্যক্রম সম্পাদন;

(ছ) জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সমীক্ষা পরিচালনা;

(জ) গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান, গবেষণা উন্নয়ন এবং আহরণে দেশে/বিদেশে পেশাগত উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে মানবসম্পদ উন্নয়ন;

তবে শর্ত থাকে যে, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য গাড়ী ক্রয় করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রকল্পকালীন সময়ের জন্য গাড়ী ভাড়া করা যাবে।

৮। **প্রকল্প বাছাই।**—(ক) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে সংগৃহীত অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বাছাই-এর জন্য পেট্রোবাংলার অধীনে নিম্নরূপ একটি প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকবে :

(১)	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	ঃ	আহ্বায়ক
(২)	পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	ঃ	সদস্য
(৪)	পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৫)	পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৬)	সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ঃ	সদস্য
(৭)	ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য
(৮)	ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক/মহাব্যবস্থাপক, এলএনজি সেল, পেট্রোবাংলা	ঃ	সদস্য-সচিব

(খ) পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানি জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সংগৃহীত অর্থ প্রকল্পের বিপরীতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্প বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। কমিটি প্রকল্প বাছাই করে সুপারিশসহ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনের প্রেরণ করতে হবে।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন**—(ক) স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে ৮ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে জারীকৃত পবি/সমন্বয়-২/নিজস্ব তহবিল/৭/২০০৩/২০১ নং পরিপত্রে বিবৃত এবং পরবর্তীকালে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত/সংশোধিত নিয়মাবলি অনুসরণে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র (Liquidity Certificate) সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না।

(খ) প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলি প্রচলিত আর্থিক বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

১০। **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।**—জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ পেট্রোবাংলা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। পেট্রোবাংলা বাৎসরিক ভিত্তিতে এতদ্সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে।

১১। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বছর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করবেন।

১২। **তহবিল পরিচালনার নীতিমালার ব্যাখ্যা।**—নীতিমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে প্রচলিত সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় সময় সময় সম্পূরক নির্দেশনা (Guideline) জারি করতে পারবে।

তবে, নীতিমালায় ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd